দৈনিক খবর

তারিখ 26 APR 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

16

প্রসঙ্গ ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ চার মাস পর খোলার সাথে সাথেই আবার বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অব্যাহত গোলযোগ ও রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চার মাস ধরে বন্ধ রাখেন। গত মঙ্গলবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় নিয়মিত ক্লাস শুরু হবার কথা। কিন্তু ক্লাস শুরু হবার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে গোলযোগের আশংকায় কর্তৃপক্ষ পুনরায় ১০ দিনের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছেন। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী গত মঙ্গলবার যথারীতি নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো খোলা হয়। বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী হলে ফিরেও আসে। বুধবার থেকে ক্লাস শুরুর প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়। কিন্তু মঙ্গলবার আনুমানিক বেলা ১ টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে টেলিফোনে ভিসি'কে বলা হয় যে, ক্লাস শুরু হলে গন্ডগোলের আশংকা আছে। এমতাবস্থায় সিন্ডিকেটের এক জরুরী সভায় আরো দশ দিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা ও বুধবার সকাল ১০ টার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ কোনো ক্লাস হচ্ছে না। একটি চিহ্নিত মহলের সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্যে সেখানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ অনেক আগেই বিনষ্ট হয়েছে। কয়েক মাস আগেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর সন্ত্রাসকারীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে। সন্ত্রাসকারীরা প্রকাশ্যেই অস্ত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আধিপত্য কায়েম করে। প্রতিপক্ষীয় ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যাম্পাস থেকে বল প্রয়োগে উৎখাত করাই তাদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের বিশেষ রাজনৈতিক মত-সমর্থন করেন না এমন শিক্ষকদেরও সন্ত্রাসী শক্তির হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়। প্রতিপক্ষীয় ছাত্রদের ওপর সশস্ত্র হামলায় বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলো একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র মাস্তানদের আস্তানায় পরিণত হয়েছে। এই বিশেষ ছাত্র সংগঠনটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের পরিকল্পনা নিয়ে সশস্ত্র মাস্তান আমদানী অব্যাহত রাখে। ফলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক সবাই সন্ত্রাসকারীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েন। ঘন ঘন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবতারণা হতে থাকলে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু সশস্ত্র সন্ত্রাসকারীদের গ্রেফতার এবং তাদের দৌরাত্ম্য নির্মূল করার জন্যে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হন। কর্তৃপক্ষের এই ব্যর্থতার জন্যেই চট্টগাম বিশ্ববিদ্যালয় আজ পর্যন্তও সন্ত্রাসকারীদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

দীর্ঘ চার মাস বন্ধ থাকার পর খোলার পর মুহূর্তেই মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় বন্ধ ঘোষণা ও হলগুলো খালি করার নির্দেশ দেয়ায় এটা বুঝা যাচ্ছে যে, সন্ত্রাসকারীদের পাঁয়তারা সমানেই অব্যাহত আছে। ক্লাস শুরু হলে আবার সংঘর্ষ হবার আলামত দেখতে পেয়েছেন বলেই কর্তৃপক্ষ পুনরায় ১০ দিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এ ঘটনায় প্রতীয়মান হয় যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ এখনও ফিরে আসেনি। ফলে হাজার হাজার নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বাবা-মা অনেক আশা করে ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান। সন্তানের উচ্চ শিক্ষার খরচ মেটানোর জন্য গরীব অভিভাবককে জায়গাজমিও বিক্রি করতে হয়। এতসব করার পরেও যদি সন্ত্রাসকারীদের দৌরাত্ম্যে মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বন্ধ থাকে তাহলে নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীদের যে কি ক্ষতি হচ্ছে তার খেসারত কে দেবে?

আমাদের মতে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা আর চলতে দেয়া যায় না। জাতীয় স্বার্থেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা নেন তা দেখার জন্যে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকবো।